13 FEB 1992

দৈনিক বাংলা
১৩ই ফেব্রুয়ারী ৯২

তারিখ 13 FEB 1992
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ৩ ...

শিক্ষক ধর্মঘট অব্যাহত

ডিগ্রী পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে চলছে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া বুধবার-তৃতীয় দিনে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী (পাস) ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

রাজধানী ঢাকা শহরের ৯টি বেসরকারী কলেজসহ ১৯টি ডিগ্রী পরীক্ষা

(আটের পাতায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ডিগ্রী পরীক্ষা (প্রথম পৃঃ পর)

কেন্দ্রে মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ডিগ্রী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কোথাও থেকে তেমন কোন গোল-মালের খবর পাওয়া যায়নি।

নকল করার দায়ে এদিন টাঙ্গাইলের ৯টি কেন্দ্র থেকে ৫৯ জন ডিগ্রী পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

মূল উত্তরপত্রের পরিবর্তে —

মূল উত্তরপত্রের পরিবর্তে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে-ব্যবহারিক পরীক্ষার উত্তরপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। পরে ভুল বুঝতে পেরে উল্লিখিত উত্তরপত্র ফেরত আনা হয়। এছাড়া অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের মধ্যেও নিয়মিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হয়। প্রায় ৩০ মিনিট পর এই ঘটনা জানাজানি হলে ঐ খাতা ও প্রশ্নপত্র তুলে সঠিক খাতা ও প্রশ্ন সরবরাহ করা হয়েছে। এতে ৪৫ মিনিটের মত সময় নষ্ট হলেও পরীক্ষার্থীদের বাড়তি সময় দেয়া হয়নি। এতে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

কেরানীগঞ্জ থানার ইস্পাহানী কলেজের ডিগ্রী পরীক্ষার প্রথম দিনে এই ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়ে আরো অভিযোগ করা হয় ঃ উপজেলা নির্বাহীঅফিসার অধ্যক্ষের নির্ধারিত চেয়ারে বসে পত্রিকা পড়েছিলেন। এ ঘটনায় এলাকার ছাত্র-ছাত্রী ও জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

সমাবেশ স্থগিত

পরিবহন ধর্মঘটের কারণে ধর্মঘটী শিক্ষক-কর্মচারীদের পূর্বনির্ধারিত ১৫ ফেব্রুয়ারি শনিবারের মহা সমাবেশ স্থগিত করা হয়েছে। সমাবেশের তারিখ, স্থান ও আন্দোলনের কর্মসূচী পরে ঘোষিত হবে।

বুধবার কেন্দ্রীয় শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াঁজো কমিটির এক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ডক্টর আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শেখ আমানুল্লাহ, অধ্যক্ষ শহীদুল্লাহ, কাজী ফারুক আহমেদ প্রমুখ।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান শেখ আমানুল্লাহ, ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক কাজী ফারুক আহমেদ ও সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যক্ষ শহীদুল্লাহ সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য উস্কানিমূলক বলে অভিযোগ করে উক্ত বক্তব্যের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

গত রাতে দেয়া এক বিবৃতিতে তাঁরা বলেন ঃ শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন— জাতীয় বেতনস্কেল কেবলমাত্র সরকারী কর্মচারীদের জন্য, বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য নয়। কিন্তু তিনি না জানলেও ১৯৭৯ সালে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে সরকারী প্রেসনোটে বেসরকারী শিক্ষকদের বেতনস্কেলে অন্তর্ভুক্ত করার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

বিবৃতিতে তাঁরা বলেন ঃ ডিগ্রী পরীক্ষার খাতা সরকারী শিক্ষকদের দিয়ে দেখানো হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী যে মন্তব্য করেছেন তা উস্কানিমূলক।

আরো নিন্দা

বাংলাদেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক আসাদুল হক ও ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব হারুনুর রশীদসহ কয়েকজন নেতা এক বিবৃতিতে ডিগ্রী পরীক্ষার কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য হুমকি ও চাপ সৃষ্টি করার খবরে ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশ জামিয়াতুল মোদারেছীনের নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে ফেডারেশনের ১৫ দফা দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত লিয়াঁজো কমিটি ঘোষিত কর্মসূচী সফল করার আহবান জানিয়েছেন।